কণ্টের দর্শন

পূর্বতঃসিদ্ধ ও পরতঃসিদ্ধ বচন :

আক্ষরিক অর্থে যা অভিজ্ঞতার পূর্বে সিদ্ধ তাই পূর্বতঃসিদ্ধ। কোন কিছু আপেক্ষিকভাবে পূর্বতঃসিদ্ধ হতে পারে, আবার কোনকিছু চরমভাবে পূর্বতঃসিদ্ধ হতে পারে। যেমন- ধরাযাক একজন ব্যক্তি আগুনে হাত দিয়েছিল এবং হাত পুড়েছিল; পরবর্তীকালে দ্বিতীয় কোন ক্ষেত্রে আগুন দেখে আগুনে হাত না দিয়ে তার জ্ঞান হতে পারে যে, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে এই জ্ঞান হওয়ার জন্য যদিও আগুনে হাত দেওয়ার দরকার হয়নি তবুও এই জ্ঞানকে চরমভাবে পূর্বতঃসিদ্ধ বলা যায়না। এই জ্ঞানটি আপেক্ষিকভাবে পূর্বতঃসিদ্ধ। কেননা অন্য একটি জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করে এই জ্ঞান সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কান্ট তার *ক্রিটিক অফ পিওর রিজন* গ্রন্থে পূর্বতঃসিদ্ধ শব্দটি এই অর্থে প্রয়োগ করেননি। তাঁর মতে পূর্বতঃসিদ্ধ মানে চরমভাবে অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ। সর্বতোভাবে অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যার কোন প্রকার সংস্রব নেই। যার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষর প্রয়োজন হয় না তাই হল পূর্বতঃসিদ্ধ। আর যা কিছু পূর্বতঃসিদ্ধ তা অবশ্যই সার্বিক ও অনিবার্য। সার্বিকতা ও অনিবার্যতা পূর্বতঃসিদ্ধের লক্ষণ। কোন কিছু সার্বিক ও অনিবার্য হলে আমরা বলতে পারি তা পূর্বতঃসিদ্ধ। যেমন সকল ঘটনার কারণ আছে, ৭+৫=১২, একটি সরল রেখা দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব ইত্যাদি হল পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের উদাহরণ।

অভিজ্ঞতাপূর্ব বা পূর্বতঃসিদ্ধ বচনকে অনিবার্য বলা হয়। কেননা অনিবার্যতা হলো অভিজ্ঞতাপূর্ব বচনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অভিজ্ঞতাপূর্ব বচন অনিবার্যভাবে সত্য; তা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। অপরদিকে অভিজ্ঞতামূলক বচন বা পরতঃসিদ্ধ বচন সর্বদা আপেক্ষিক হয়। তার সত্যতা অনিবার্য নয়। কোন একটা সাদা ফুল প্রত্যক্ষ করে যখন বলা হয় ফুলটি হয় সাদা তখন এই অভিজ্ঞতামূলক বচনটি সত্য হলেও তার সত্যতা অনিবার্য নয়। কেননা এই মুহূর্তে সাদা না হয়ে অন্য রংয়ের হতে পারতো। কিন্তু 'সাদা ফুল হয় সাদা' এই অভিজ্ঞতাপূর্ব বচনটির সত্যতা অনিবার্য। পরতঃসিদ্ধ বা অভিজ্ঞতামূলক বচনের সত্যতা জানার জন্য অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়। এই ধরনের বচন সত্য না মিথ্যা তা নির্ধারিত হয় ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের দ্বারা। জগৎ কেমন তার উপরে এই জাতীয় বচনের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব নির্ভর করে।